দৈনিক
ইত্তেফাক

দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 APR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিন ছিল শান্তিপূর্ণ ॥ ঝড়বৃষ্টিতে বিপত্তি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ এসএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিন ছিল আগের তিনদিনের তুলনায় অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ। এদিন নকলের অভিযোগে সারা দেশে পাঁচ শ'রও কম বহিষ্কার হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির কারণে অনেকজায়গায় দেখা গেছে বিপত্তি।

বিভিন্ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী গতকাল সোমবার বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা পূর্ববর্তী তিনদিনের তুলনায় অনেকটাই কম। এদিন ঢাকা বোর্ডে ৮৬ জন পরীক্ষার্থী ও ৩ জন শিক্ষক, রাজশাহী বোর্ডে ২০২ জন পরীক্ষার্থী ও ৬ জন শিক্ষক, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪১ জন, যশোর বোর্ডে ৫৪ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ২৮ জন পরীক্ষার্থী ও ২ জন শিক্ষক, বরিশাল বোর্ডে ২২ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য।

ঝড়বৃষ্টির কারণে এদিনও অনেক জায়গায় পরীক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ৪০ মিনিট পরীক্ষা দিয়েছে মোমবাতির আলোতে। উপজেলা সদরের জর্জ একাডেমী এবং সরকারী বালিকা বিদ্যালয় উপকেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৮৬ জন। বেলা সোয়া দশটার দিকে ঝড়বৃষ্টির কারণে বিদ্যুত চলে যায়, একই সঙ্গে চারদিকে নেমে আসে অন্ধকার। পরীক্ষার্থীদের সমস্যা নিরসনে অভিভাবকরাই উদ্যোগ নিয়ে কিনে আনে ৫শ' মোমবাতি। এই আলোতেই পরে অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা।

পাবনায় পরীক্ষা নিয়ে দেখা যাচ্ছে বিপরীতধর্মী দৃশ্য। স্কুলগুলোতে নকলবিহীন পরিবেশ থাকলেও বিভিন্ন মাদ্রাসায় চলছে নকলের মহোৎসব। চাটমোহরে এনায়েতুল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্র এ ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সোমবার এই কেন্দ্র থেকেই বহিষ্কার হয়েছে ১৬ জন দাখিল পরীক্ষার্থী।

এসব ছাড়াও আরও যে সকল জেলা থেকে বহিষ্কারের হিসাব পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে- সিরাজগঞ্জে ৪০ জন, কুষ্টিয়ায় ৩৭ জন, রংপুরে ২৯ জন, গাইবান্ধায় ২৬ জন, চট্টগ্রামে ২৫ জন, দিনাজপুরে ২১ জন, মুন্সীগঞ্জে ২০ জন, নীলফামারীতে ১৫ জন, কুড়িগ্রামে ১৪ জন, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৩ জন, পঞ্চগড়ে ১২ জন, নোয়াখালীতে ১২ জন, পাবনায় ৯ জন, কুমিল্লায় ৯ জন, বরিশালে ৯ জন, চুয়াডাঙ্গায় ৮ জন, রাজশাহীতে ৮ জন, খাগড়াছড়িতে ৭ জন, নওগাঁয় ৭ জন, খুলনায় ৬ জন, ফরিদপুরে ৬ জন, ভোলায় ৫ জন, জয়পুরহাটে ৫ জন, বান্দরবানে ৪ জন, ঝালকাঠিতে ৪ জন, যশোরে ৪ জন, চাঁদপুরে ৪ জন, পিরোজপুরে ৩ জন, লক্ষীপুরে ৩ জন, কক্সবাজারে ৩ জন, মাগুরায় ৩ জন, মেহেরপুরে ৩ জন, নাটোরে ৩ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২ জন, রাঙ্গামাটিতে ২ জন এবং পটুয়াখালীতে ১ জন।